প্রথম আলো

তারিখ JUL 1 1 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মন্ত্রণালয় ছাড় দিলেও শ পাঁচেক কলেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের পাঁচ শতাধিক বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কমিশনের অভিযোগ, এ কলেজগুলো ১০ থেকে ১৫ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি স্তরে উন্নীত হয়েছিল সরকারের অনুমোদন ছাড়াই। এতে অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বা বেতনের সরকারি অংশ বাবদ সরকারের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা বলছেন, অনুমোদন ঠিকই হয়েছিল, কাগজপত্রে ছোট্ট একটি বিচ্যুতি ছিল।

সরকার এত বছর বিষয়টি এভাবেই ফেলে রেখেছিল। তবে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এবং আদালতের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মার্চে অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। কলেজগুলোকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। ডিগ্রি স্তর সূচনার সময় থেকেই এ অনুমোদন কার্যকর থাকবে জেনে কলেজগুলোর এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মন্ত্রণালয় ছাড় দিলেও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় তিন হাজার বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

কিন্তু মন্ত্রণালয়ে বিষয়টির সুরাহা হওয়ার পরপরই দুর্নীতি দমন কমিশন কলেজগুলোকে চিঠি দেয়। সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ করে কমিশন প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণসহ ঢাকায় তাদের কাছে আসতে বলে। তবে দুর্নীতি দমন কমিশনের দুই সদস্য এ তদন্ত বিষয়ে পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন।

কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা প্রথম আলোকে বলেন, এ বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিশনে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কীভাবে এ তদন্ত হচ্ছে তা তিনি জানেন না।

কমিশনের অন্য সদস্য কমিশনার মনিরউদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সূত্রে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। কমিশন এসব কলেজে জনবল নিয়ে বিদ্যমান জটিলতা, সরকারের আর্থিক ক্ষতি ও প্রশাসনিক অনিয়ম থাকলে তা খতিয়ে দেখবে।

গতকাল সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের সেগুনবাগিচার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষকরা কাগজপত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন।

নরসিংদীর বেলাব থানার কুরাদিয়া ওয়াসিমউদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ জেড এম আবদুল্লাহ হাসান এ প্রতিবেদককে জানান, তার কলেজে ১৯৯২ সাল থেকে ডিগ্রি চালু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তরই তখন ডিগ্রি স্তরে অনুমোদন এবং শিক্ষকদের এমপিও দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রায় ১৩ বছর পর অনিয়মের অভিযোগ তোলা এবং বিষয়টি সুরাহা হওয়ার পরও নতুনভাবে তদন্ত শুরু করা হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, গত ১০ থেকে ১৫ বছর আগে তাদের কলেজে ডিগ্রি চালু হওয়ার সময় থেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্ত হয়ে বেতন-ভাতা পেয়ে আসছেন।

গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিচালিত এক তদন্তে হঠাৎ দেখা যায়, এ কলেজগুলো উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হলেও এগুলোর শনাক্তকরণ কোড পরিবর্তন করা হয়নি। তদন্তের পর এসব কলেজে অতিরিক্ত বলে চিহ্নিত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করেন এবং আদালতে মামলা করেন।

গত ৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিগ্রি স্তরের জনবল কাঠামো মোতাবেক বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তদন্ত-পরবর্তীকালের বেতনের সরকারি অংশ ছাড় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান বলেন, আন্দোলন ও আদালত পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগেই এসব কলেজকে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি মনে করেন, আইনের কাছে হেরে গিয়ে সরকার এখন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা জানিয়েছে, মাসদুয়েক আগে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে অধিদপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়। এতে অভিযুক্ত কলেজগুলোতে জনবলবহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারী থাকায় সরকারের কী পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হয়েছে তা ১৫ দিনের মধ্যে জানানোর অনুরোধ করা হয়। জবাবে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা জানায়, এই অল্প সময়ে আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

তবে অধিদপ্তর কমিশনকে অভিযুক্ত কলেজগুলোর একটি তালিকা দেয়। এই তালিকা অনুযায়ী কমিশন থেকে কলেজগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত কলেজগুলোতে জনবল-কাঠামোবহির্ভূত প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির তথ্য-প্রমাণ পাঠানোর জন্য পৃথক চিঠি ইস্যু করা হয়েছে।

তবে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, এসব কলেজে ডিগ্রি চালুর সময় কোড পরিবর্তনের বিষয়টি অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কলেজের কেউই গুরুত্ব দেয়নি অথবা উপেক্ষা করেছে। এত দিন পর বিষয়টি ধরা পড়ায় এর দায়দায়িত্ব উভয় পক্ষের। তবে তিনি স্বীকার করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি সুরাহা করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মন্ত্রণালয় বিষয়টি সমাধান করলেও যদি কোনো প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম থাকে, তার তদন্ত হতে পারে। তবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত থাকবে।